ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন

শ্রীকৃষ্ণ ও শিবের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী এবং বাণাসুরের বাহুগুলি ভগবান ছেদন করার পরে শিবের কৃষ্ণ মহিমা কীর্তন এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

অনিরুদ্ধ যখন শোণিতপুর থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন না, সেই সময়ে তাঁর পরিবারবর্গ এবং সুহৃদগণ বর্ষা ঋতুর চার মাস অত্যন্ত দুঃখে অতিবাহিত করলেন। অবশেষে কিভাবে অনিরুদ্ধ বন্দী হয়েছিল তা যখন নারদ মুনির কাছ থেকে তাঁরা শুনলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের সুরক্ষাধীন শ্রেষ্ঠ যাদব যোদ্ধাদের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী বাণাসুরের রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করল এবং তা অবরোধ করল। বাণাসুরও সম শক্তিসম্পন্ন নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের প্রচণ্ডভাবে বাধা দিল। বাণাসুরকে সাহায্য করার জন্য কার্তিকেয় ও অনুচর যোগিগণের সঙ্গে নিয়ে দেবাদিদেব শিবও তখন বলরাম ও কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করেন। বাণ সাত্যকির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল এবং বাণের পুত্র সাম্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার জন্য দেবতারা সকলেই আকাশে সমবেত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাণ দ্বারা শিবের অনুচরদের বিপর্যস্ত করলেন এবং শিবকে এক প্রকার বিপর্যস্ত অবস্থায় ফেলে তিনি বাণাসুরের সৈন্যবাহিনীকে বিনষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রদ্যুম্নের কাছে এমন নিদারুণভাবে কার্তিকেয় প্রহৃত হলেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলেন, অন্যদিকে, বাণাসুরের অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী বলরামের গদার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে চারিদিকে পালিয়ে বাঁচল।

তার সৈন্যবাহিনীর বিপর্যয় লক্ষ্য করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বাণাসুর শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য তাঁর দিকে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু শ্রীভগবান তৎক্ষণাৎ বাণের সারথিকে বধ করেন এবং তার রথ ও ধনুক ভেঙে দিয়ে তিনি তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়ে দিলেন। পরে বাণাসুরের মাতা, তার পুত্রকে রক্ষা করার চেষ্টায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে নগ্ন অবস্থায় উপস্থিত হলে, শ্রীকৃষ্ণ তাকে দেখতে না চেয়ে তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সেই অবকাশে বাণ তার নগরীতে পালিয়ে গিয়েছিল।

শিবের অধীনে যুদ্ধরত ভূত-প্রেতদের শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করলে মূর্তিমান জ্বরের মতো ত্রিমুণ্ড ও ত্রিপদবিশিষ্ট শিব-জ্বর যুদ্ধ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হল। শিব-জ্বর লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিষ্ণু-জ্বর অস্ত্র ছেড়ে দিলেন।

বিষ্ণু-জ্বর অস্ত্রে শিব-জ্বর আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল; সেটি কোনও জায়গায় আশ্রয় খুঁজে না পেয়ে, শিব-জ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে তাঁর স্তুতি নিবেদন করে কৃপা প্রার্থনা করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ শিব-জ্বরের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে অভয় প্রদান করার পরে শিব-জ্বর তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে চলে গিয়েছিল।

এরপর বাণাসুর তার সহস্র হাতে সর্বপ্রকার অস্ত্র চালনা করতে করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আবার আক্রমণ করতে এল। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে সেই অসুরের সমস্ত হাতগুলি কেটে ফেলতে শুরু করলেন। বাণাসুরের প্রাণভিক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে শিব এসেছিলেন এবং যখন শ্রীভগবান তাকে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন, তখন তিনি শিবকে এইভাবে বললেন, "যেহেতু বাণ প্রহ্লাদ মহারাজের বংশে জন্মেছে, তাই সে নিহত হতে তো পারে না। আমি তার চারটি হাত ছাড়া অন্য সমস্ত হাতগুলি কেটে দিয়েছি কেবলমাত্র তার দর্প চূর্ণ করবার জন্যই এবং আমি তার সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করেছি কারণ তারা ছিল ভূ-ভার স্বরূপ। এখন থেকে সে জরামরণ মুক্ত হবে এবং সর্ব অবস্থায় নির্ভয়ে থেকে সে তোমার একজন প্রধান পার্ষদ হবে।"

সমস্ত কিছু থেকে অভয় লাভ করে, বাণাসুর তখন শ্রীকৃষ্ণকে তার প্রণাম নিবেদন করল এবং ঊষা ও অনিরুদ্ধকে তাদের বিবাহের রথে উপবেশন করিয়ে শ্রীভগবানের সামনে নিয়ে এসেছিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন শোভাযাত্রা সহকারে অনিরুদ্ধ ও তাঁর বধূকে নিয়ে দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। নব দম্পতি যখন শ্রীভগবানের রাজধানীতে পৌঁছালেন, তখন নগরবাসীরা, শ্রীভগবানের আত্মীয় স্বজন আর ব্রাহ্মণেরা তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অপশ্যতাং চানিরুদ্ধং তদ্বন্ধূনাং চ ভারত ।
চত্বারো বার্ষিকা মাসা ব্যতীয়ুরনুশোচতাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অপশ্যতাম্**—দর্শন না করে; **চ**—এবং; **অনিরুদ্ধম্**—অনিরুদ্ধ; **তৎ**—তাঁর; **বন্ধূনাম্**—আত্মীয়-স্বজনের জন্য; **চ**—এবং; **ভারত**—হে ভরতের বংশধর (পরীক্ষিৎ মহারাজ); **চত্বারঃ**—চার; **বার্ষিকাঃ**—বর্ষার ঋতু; **মাসাঃ**—কয়েক মাস; **ব্যতীয়ুঃ**—অতিবাহিত; **অনুশোচতাম্**—শোক করছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে ভরতের বংশধর, অনিরুদ্ধের আত্মীয়-স্বজন তাকে ফিরতে না দেখে বর্ষার চার মাস শোকে-দুঃখে অতিবাহিত করলেন।

শ্লোক ২

নারদাৎ তদুপাকর্ণ্য বার্তাং বদ্ধস্য কর্ম চ ।
প্রযযুঃ শোণিতপুরং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদৈবতাঃ ॥ ২ ॥

নারদাৎ—নারদের কাছ থেকে; **তৎ**—তা; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **বার্তাম্**—সংবাদ; **বদ্ধস্য**—তাঁর বন্দী হওয়ার; **কর্ম**—আচরণ; **চ**—এবং; **প্রযযুঃ**—তাঁরা গেলেন; **শোণিত-পুরম্**—শোণিতপুরে; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিরা; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ; **দৈবতাঃ**—তাঁদের পূজনীয় বিগ্রহ স্বরূপ।

অনুবাদ

নারদের কাছ থেকে অনিরুদ্ধের আচরণ ও তাঁর বন্দী হওয়ার বার্তা শোনার পরে, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের নিজ অধীশ্বর বিগ্রহ রূপে অর্চনাকারী, বৃষ্ণিগণ শোণিতপুরে গেলেন।

শ্লোক ৩-৪

প্রদ্যুম্নো যুযুধানশ্চ গদঃ সাম্বোঽথ সারণঃ ।
নন্দোপনন্দভদ্রাদ্যা রামকৃষ্ণানুবর্তিনঃ ॥ ৩ ॥
অক্ষৌহিণীভির্দ্বাদশভিঃ সমেতাঃ সর্বতো দিশম্ ।
রুরুধুর্বাণনগরং সমন্তাৎ সাত্বতর্ষভাঃ ॥ ৪ ॥

প্রদ্যুম্নঃ যুযুধানঃ চ—প্রদ্যুম্ন ও যুযুধান (সাত্যকি); **গদঃ সাম্বঃ অথ সারণঃ**—গদ, সাম্ব ও সারণ; **নন্দ-উপনন্দ-ভদ্র**—নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র; **আদ্যাঃ**—এবং অন্যান্যরা; **রাম-কৃষ্ণ-অনুবর্তিনঃ**—বলরাম ও কৃষ্ণের অনুগত; **অক্ষৌহিণীভিঃ**—সৈন্যবাহিনী নিয়ে; **দ্বাদশভিঃ**—দ্বাদশ; **সমেতাঃ**—সমবেত; **সর্বতঃ দিশম্**—চতুর্দিকে; **রুরুধুঃ**—তাঁরা অবরোধ করলেন; **বাণ-নগরম্**—বাণাসুরের নগর; **সমন্তাৎ**—সম্পূর্ণভাবে; **সাত্বতঃ-ঋষভাঃ**—সাত্বতদের প্রধানেরা।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে, প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি, গদ, সাম্ব, সারণ, নন্দ, উপনন্দ, ভদ্র এবং সাত্বত বংশের অন্যান্য প্রধানগণ দ্বাদশ সেনাবাহিনী নিয়ে চতুর্দিক হতে বাণাসুরের রাজধানী সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করে তা অবরোধ করলেন।

শ্লোক ৫

ভজ্যমানপুরোদ্যানপ্রাকারাট্টালগোপুরম্ ।
প্রেক্ষমাণো রুষাবিষ্টস্তুল্যসৈন্যোঽভিনির্যযৌ ॥ ৫ ॥

ভজ্যমান—ভগ্ন; **পুর**—নগরীর; **উদ্যান**—উদ্যান; **প্রাকার**—প্রাচীর; **অট্টাল**—প্রাকারের উপরে রণকক্ষ; **গোপুরম্**—এবং প্রবেশ তোরণ; **প্রেক্ষমাণঃ**—দর্শন করে; **রুষা**—ক্রোধে; **আবিষ্টঃ**—পূর্ণ হয়ে; **তুল্য**—তুল্য; **সৈন্যঃ**—সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে; **অভিনির্যযৌ**—তাদের দিকে গমন করল।

অনুবাদ

বাণাসুর তার নগরীর উদ্যান, প্রাচীর, রণকক্ষ ও প্রবেশ তোরণগুলি ধ্বংস হতে দেখে ক্রোধে পূর্ণ হয়ে সম সংখ্যক সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য বার হল।

শ্লোক ৬

বাণার্থে ভগবান্ রুদ্রঃ সসুতঃ প্রমথৈর্বৃতঃ ।
আরুহ্য নন্দিবৃষভং যুযুধে রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৬ ॥

বাণ-অর্থে—বাণের পক্ষে; **ভগবান্ রুদ্রঃ**—দেবাদিদেব শিব; **স-সুতঃ**—তাঁর পুত্র (কার্তিকেয়, দেব সেনাপতি) সহ একত্রে; **প্রমথৈঃ**—প্রমথগণের দ্বারা (যোগিগণ, যারা বহু বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়ে সর্বদা দেবাদিদেব শিবের সঙ্গে থাকে); **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **নন্দি**—নন্দির উপরে; **বৃষভম্**—তাঁর বৃষের; **যুযুধে**—যুদ্ধ করল; **রাম-কৃষ্ণয়োঃ**—বলরাম ও কৃষ্ণের সঙ্গে।

অনুবাদ

দেবাদিদেব শিব, তাঁর বৃষ-বাহন নন্দির উপরে আরোহণ করে প্রমথগণ ও তাঁর পুত্র কার্তিকেয় সহ বলরাম ও কৃষ্ণের বিরুদ্ধে বাণের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য এলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, *ভগবান্*, শব্দটি শ্লোকে ব্যবহৃত হয়েছে এই নির্দেশ করার জন্য যে, শিব স্বভাবতই সর্বজ্ঞ এবং তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব ভালভাবে জ্ঞাত। শিব যদিও জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পরাস্ত করবেন, তবুও পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা প্রদর্শনের জন্যই তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, দেবাদিদেব শিব দুটি কারণে যুদ্ধে এসেছিলেন—প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ ও উদ্যম বৃদ্ধির জন্য; এবং দ্বিতীয়ত, যদিও কৃষ্ণ অবতারে ভগবান মনুষ্যরূপে লীলাবিলাস করছেন, কিন্তু তা শ্রীরামচন্দ্র প্রমুখ অন্যান্য অবতারগণের চেয়ে সর্বোৎকর্ষক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উল্লেখ করছেন যে, এখানে সেই যোগমায়া, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি, শিবকে বিমোহিত করেছিলেন—যেমন তিনি ঠিক ব্রহ্মাকে বিমোহিত করেছিলেন। আচার্য তার বক্তব্যের সমর্থনে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থ থেকে *ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-মোহনম্* পংক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন। অবশ্যই যোগমায়ার কাজই শ্রীভগবানের লীলার সুষ্ঠু আয়োজন করা আর তাই শিব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

আসীৎ সুতুমুলং যুদ্ধমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ।
কৃষ্ণশঙ্করয়ো রাজন্ প্রদ্যুম্নগুহয়োরপি ॥ ৭ ॥

আসীৎ—ঘটেছিল; **সু-তুমুলম্**—প্রবল আলোড়নপূর্ণ; **যুদ্ধম্**—যুদ্ধ; **অদ্ভুতম্**—আশ্চার্যজনক; **রোম-হর্ষণম্**—রোমহর্ষকর; **কৃষ্ণ-শঙ্করয়ঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও দেবাদিদেব শিবের মধ্যে; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **প্রদ্যুম্ন-গুহয়োঃ**—প্রদ্যুম্ন ও কার্তিকেয়র মধ্যে; **অপি**—ও।

অনুবাদ

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও দেবাদিদেব শঙ্করের মধ্যে এবং প্রদ্যুম্ন ও কার্তিকেয়র মধ্যে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, তুমুল আলোড়নপূর্ণ ও রোমহর্ষক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

শ্লোক ৮

কুম্ভাণ্ডকূপকর্ণাভ্যাং বলেন সহ সংযুগঃ ।
সাম্বস্য বাণপুত্রেণ বাণেন সহ সাত্যকেঃ ॥ ৮ ॥

কুম্ভাণ্ড-কূপকর্ণাভ্যাম্—কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ দ্বারা; **বলেন সহ**—বলদেবের সঙ্গে; **সংযুগঃ**—যুদ্ধ; **সাম্বস্য**—সাম্বের; **বাণ-পুত্রেণ**—বাণের পুত্রের সঙ্গে; **বাণেন সহ**—বাণ সহ; **সাত্যকেঃ**—সাত্যকির।

অনুবাদ

শ্রীবলরাম কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণের সঙ্গে, সাম্ব বাণ-পুত্রের সঙ্গে এবং সাত্যকি বাণের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন।

শ্লোক ৯

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাধীশা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ ।
গন্ধর্বাপ্সরসো যক্ষা বিমানৈর্দ্রষ্টুমাগমন্ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম-আদয়ঃ—ব্রহ্মা প্রমুখ; **সুর**—দেবতাদের; **অধীশাঃ**—শাসকগণ; **মুনয়ঃ**—মহান মুনিগণ; **সিদ্ধ-চারণাঃ**—সিদ্ধ ও চারণ দেবতাগণ; **গন্ধর্ব-অপ্সরসঃ**—গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ; **যক্ষাঃ**—যক্ষগণ; **বিমানৈঃ**—বিমানে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **আগমন্**—আগমন করলেন।

অনুবাদ

সিদ্ধ, চারণ ও মহান মুনিগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা ও যক্ষগণ সহ ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবেন্দ্রগণ সকলে তা দর্শন করার জন্য তাঁদের দিব্য বিমান যোগে আগমন করলেন।

শ্লোক ১০-১১

শঙ্করানুচরান্ শৌরির্ভূতপ্রমথগুহ্যকান্ ।
ডাকিনীর্যাতুধানাংশ্চ বেতালান্ সবিনায়কান্ ॥ ১০ ॥
প্রেতমাতৃপিশাচাংশ্চ কুষ্মাণ্ডান্ ব্রহ্মরাক্ষসান্ ।
দ্রাবয়ামাস তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ শরৈঃ শার্ঙ্গধনুশ্চ্যুতৈঃ ॥ ১১ ॥

শঙ্কর—দেবাদিদেব শিবের; **অনুচরান্**—অনুচর; **শৌরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভূত-প্রমথ**—ভূত ও প্রমথ; **গুহ্যকান্**—গুহ্যক (কুবেরের ভৃত্যেরা, যারা স্বর্গের কোষাগার প্রহরায় তাকে সাহায্য করে); **ডাকিনীঃ**—নারী দানব, যারা দেবী কালীর সঙ্গে থাকে; **যাতুধানান্**—রাক্ষস নামে পরিচিত নরখাদক দানব; **চ**—এবং; **বেতালান্**—বেতাল; **স-বিনায়কান্**—বিনায়কগণের সঙ্গে একত্রে; **প্রেত**—প্রেত; **মাতৃ**—মাতৃ; **পিশাচান্**—মহাশূন্যের মধ্যবর্তী স্থানের বাসিন্দা মাংসাশী দানব; **চ**—ও; **কুষ্মাণ্ডান্**—যোগীদের ধ্যান ভঙ্গকারী শিবের অনুগামীরা; **ব্রহ্ম-রাক্ষসান্**—পাপকর্মে মৃত ব্রাহ্মণদের আসুরিক আত্মা; **দ্রাবয়াম্ আস**—তিনি বিতাড়িত করলেন; **তীক্ষ্ণ-অগ্রৈঃ**—তীক্ষ্ণাগ্র; **শরৈঃ**—তাঁর বাণ দ্বারা; **শার্ঙ্গ-ধনুঃ**—তাঁর শার্ঙ্গ নামক ধনুক থেকে; **চ্যুতৈঃ**—নিক্ষিপ্ত।

অনুবাদ

তাঁর শার্ঙ্গ নামে ধনুক থেকে তীক্ষ্ণাগ্র শর নিক্ষেপ করে শ্রীকৃষ্ণ শিবের বিভিন্ন অনুচর ভূত, প্রমথ, গুহ্যক, ডাকিনী, যতুধান, বেতাল, বিনায়ক, প্রেত, মাতা, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম-রাক্ষসদের সকলকে বিতাড়িত করলেন।

শ্লোক ১২

পৃথগ্‌বিধানি প্রাযুঙ্‌ক্ত পিণাক্যস্ত্রাণি শার্ঙ্গিণে ।
প্রত্যস্ত্রৈঃ শময়ামাস শার্ঙ্গপাণিরবিস্মিতঃ ॥ ১২ ॥

পৃথক্-বিধানি—বিভিন্ন ধরনের; **প্রাযুঙ্‌ক্ত**—প্রয়োগ করলেন; **পিণাকী**—ত্রিশূলধারী; শিব; **অস্ত্রাণি**—অস্ত্র শস্ত্র; **শার্ঙ্গিণে**—শার্ঙ্গধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে; **প্রতি-অস্ত্রৈঃ**—প্রত্যস্ত্র দ্বারা; **শময়াম্ আস**—তাদের নিষ্ক্রিয় করলেন; **শার্ঙ্গ-পাণিঃ**—শার্ঙ্গধনুর বাহক; **অবিস্মিতঃ**—বিস্মিত না হওয়া।

অনুবাদ

ত্রিশূলধারী দেবাদিদেব শিব শার্ঙ্গধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না—তিনি যথার্থ প্রতি অস্ত্র দ্বারা সেই সকল অস্ত্র নিষ্ক্রিয় করলেন।

শ্লোক ১৩

ব্রহ্মাস্ত্রস্য চ ব্রহ্মাস্ত্রং বায়ব্যস্য চ পার্বতম্ ।
আগ্নেয়স্য চ পার্জন্যং নৈজং পাশুপতস্য চ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্ম-অস্ত্রস্য—ব্রহ্মাস্ত্রের; **চ**—এবং; **ব্রহ্ম-অস্ত্রম্**—এক ব্রহ্মাস্ত্র; **বায়ব্যস্য**—বায়ু অস্ত্রের; **চ**—এবং; **পার্বতম্**—এক পর্বত অস্ত্র; **আগ্নেয়স্য**—আগ্নেয় অস্ত্রের; **চ**—এবং; **পার্জন্যম্**—বারুণাস্ত্র; **নৈজম্**—তাঁর আপন অস্ত্র (নারায়ণাস্ত্র); **পাশুপতস্য**—দেবাদিদেব শিবের নিজ পাশুপতাস্ত্রের; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক একটি ব্রহ্মাস্ত্রকে অন্য আর একটি ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে একটি বায়ব্যাস্ত্রকে পর্বতাস্ত্র দিয়ে, আগ্নেয়াস্ত্রকে বারুণাস্ত্র দিয়ে এবং দেবাদিদেব শিবের পাশুপতাস্ত্রকে তাঁর নিজস্ব নারায়ণাস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

মোহয়িত্বা তু গিরিশং জৃম্ভণাস্ত্রেণ জৃম্ভিতম্ ।
বাণস্য পৃতনাং শৌরির্জঘানাসিগদেষুভিঃ ॥ ১৪ ॥

মোহয়িত্বা—মোহিত করে; **তু**—অতঃপর; **গিরিশম্**—দেবাদিদেব শিবকে; **জৃম্ভণ-অস্ত্রেণ**—হাই তোলার অস্ত্র; **জৃম্ভিতম্**—হাই তুলতে ব্যস্ত; **বাণস্য**—বাণের; **পৃতনাম্**—সৈন্যবাহিনী; **শৌরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **জঘান**—আঘাত করেন; **অসি**—তাঁর তরবারি দিয়ে; **গদা**—গদা; **ইষুভিঃ**—এবং বাণ।

অনুবাদ

জৃম্ভণাস্ত্র দিয়ে শিবকে মোহিত করে তাঁকে হাই তুলতে বাধ্য করার পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অসি, গদা ও বাণ দিয়ে বাণাসুরের সৈন্যবাহিনীকে আঘাত করতে অগ্রসর হলেন।

শ্লোক ১৫

স্কন্দঃ প্রদ্যুম্নবাণৌঘৈরর্দ্যমানঃ সমন্ততঃ ।
অসৃগ্ বিমুঞ্চন্ গাত্রেভ্যঃ শিখিনাপাক্রমদ্ রণাৎ ॥ ১৫ ॥

স্কন্দঃ—কার্তিকেয়; প্রদ্যুম্ন-বাণ—প্রদ্যুম্নের তীরের; ওঘৈঃ—প্রবল বর্ষণ দ্বারা; অর্দ্যমানঃ—পীড়িত; সমন্ততঃ—চতুর্দিক হতে; অসৃক্—রক্ত; বিমুঞ্চন্—বিমোচন করতে করতে; গাত্রেভ্যঃ—তাঁর অঙ্গ হতে; শিখিনা—তাঁর ময়ূর বাহনে করে; অপাক্রমৎ—গমন করলেন; রণাৎ—রণ থেকে।

অনুবাদ

চতুর্দিক হতে অবিরাম বর্ষিত প্রদ্যুম্নের তীরের আঘাতে কার্তিকেয় বিপর্যস্ত হয়েছিলেন আর তাই তাঁর অঙ্গ হতে রক্ত ঝরতে ঝরতে তাঁর বাহন ময়ূর পৃষ্ঠে উঠে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

কুম্ভাণ্ডকূপকর্ণশ্চ পেততুর্মুষলার্দিতৌ ।
দুদ্রুবুস্তদনীকানি হতনাথানি সর্বতঃ ॥ ১৬ ॥

কুম্ভাণ্ড-কূপকর্ণঃ চ—কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ; পেততুঃ—পতিত হল; মুষল—গদার দ্বারা (শ্রীবলরামের); অর্দিতৌ—পীড়িত হয়ে; দুদ্রুবুঃ—পলায়ন করল; তৎ—তাদের; অনীকানি—সৈন্যদল; হত—হত; নাথানি—যাদের নেতা; সর্বতঃ—চতুর্দিকে।

অনুবাদ

কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ শ্রীবলরামের গদার পীড়নে নিপতিত হল। যখন এই দুই অসুরের সৈন্যবাহিনী দেখল যে, তাদের নেতারা নিহত হয়েছে, তখন তারা চতুর্দিকে পলায়ন করল।

শ্লোক ১৭

বিশীর্যমাণং স্ববলং দৃষ্ট্বা বাণোঽত্যমর্ষিতঃ ।
কৃষ্ণমভ্যদ্রবৎসংখ্যে রথী হিত্বৈব সাত্যকিম্ ॥ ১৭ ॥

বিশীর্যমাণম্—ছিন্নভিন্ন হওয়া; **স্ব**—তার; **বলম্**—সৈন্যবাহিনীর; **দৃষ্ট্বা**—লক্ষ্য করে; **বাণঃ**—বাণাসুর; **অতি**—অত্যন্ত; **অমর্ষিতঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **অভ্যদ্রবৎ**—সে আক্রমণ করল; **সংখ্যে**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **রথী**—তার রথে আরোহণ করে; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **ত্রব**—বস্তুত; **সাত্যকিম্**—সাত্যকি।

অনুবাদ

বাণাসুর তার সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন হতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ ত্যাগ করে তার রথারোহণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে সে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য ধাবিত হল।

শ্লোক ১৮

ধনূংষ্যাকৃষ্য যুগপদ্ বাণঃ পঞ্চশতানি বৈ ।
একৈকস্মিন্ শরৌ দ্বৌ দ্বৌ সন্দধে রণদুর্মদঃ ॥ ১৮ ॥

ধনূংষি—ধনুক; **আকৃষ্য**—আকর্ষণ করে; **যুগপৎ**—সমান্তরালভাবে; **বাণঃ**—বাণ; **পঞ্চ-শতানি**—পঞ্চশত; **বৈ**—বস্তুত; **এক-একস্মিন্**—একটির উপরে একটি; **শরৌ**—তীর; **দ্বৌ দ্বৌ**—দুটি করে একেকটিতে; **সন্দধে**—তিনি যোজনা করলেন; **রণ**—যুদ্ধের জন্য; **দুর্মদঃ**—দম্ভে উন্মত্ত হয়ে।

অনুবাদ

যুদ্ধের জন্য দর্পোন্মত্ত বাণ একই সঙ্গে তার পাঁচশত ধনুকের সমস্ত জ্যা আকর্ষণ করল এবং প্রত্যেক জ্যাতে দুটি করে তীর যোজনা করল।

শ্লোক ১৯

তানি চিচ্ছেদ ভগবান্ ধনূংষি যুগপদ্ধরিঃ ।
সারথিং রথমশ্বাংশ্চ হত্বা শঙ্খমপূরয়ৎ ॥ ১৯ ॥

তানি—সেই সমস্ত; **চিচ্ছেদ**—ছেদন করলেন; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **ধনূংষি**—ধনুকসমূহ; **যুগপৎ**—তৎক্ষণাৎ; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সারথিম্**—রথের সারথি; **রথম্**—রথ; **অশ্বান্**—অশ্বগুলি; **চ**—এবং; **হত্বা**—বিনষ্ট করার পর; **শঙ্খম্**—তাঁর শঙ্খ; **অপূরয়ৎ**—তিনি পূর্ণ করলেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরি বাণাসুরের প্রতিটি ধনুক একসঙ্গে ছেদন করলেন এবং তার রথ, রথের সারথি ও অশ্বগুলিকেও সব বিনাশ করলেন। শ্রীভগবান অতঃপর তাঁর শঙ্খধ্বনি করলেন।

শ্লোক ২০

তন্মাতা কোটরা নাম নগ্না মুক্তশিরোরুহা ।
পুরোঽবতস্থে কৃষ্ণস্য পুত্রপ্রাণরিরক্ষয়া ॥ ২০ ॥

তৎ—তার (বাণাসুরের); **মাতা**—মাতা; **কোটরা নাম**—কোটরা নামক; **নগ্না**—নগ্না; **মুক্ত**—মুক্ত করে; **শিরঃ-রুহা**—তার কেশ; **পুরঃ**—সামনে; **অবতস্থে**—দাঁড়াল; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **পুত্র**—তার পুত্রের; **প্রাণ**—প্রাণ; **রিরক্ষয়া**—রক্ষার আশায়।

অনুবাদ

ঠিক তখনই বাণাসুরের মাতা, কোটরা, তার পুত্রের প্রাণ রক্ষার বাসনায় আলুলায়িত কেশে নগ্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সামনে উপস্থিত হল।

শ্লোক ২১

ততস্তির্যঙ্মুখো নগ্নামনিরীক্ষন্ গদাগ্রজঃ ।
বাণশ্চ তাবদ্বিরথশ্ছিন্নধন্বাবিশৎ পুরম্ ॥ ২১ ॥

ততঃ—তখন; **তির্যক্**—ফেরালেন; **মুখঃ**—তাঁর মুখ; **নগ্নাম্**—নগ্ন নারী; **অনিরীক্ষন্**—নিরীক্ষণ না করে; **গদাগ্রজঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **বাণঃ**—বাণ; **চ**—এবং; **তাবৎ**—সেই সুযোগে; **বিরথঃ**—রথহীন হয়ে; **ছিন্ন**—ছিন্ন; **ধন্বা**—তার ধনুক; **আবিশৎ**—প্রবেশ করল; **পুরম্**—নগরীতে।

অনুবাদ

ভগবান গদাগ্রজ নগ্ন নারী দর্শন পরিহার করার জন্য তাঁর মুখ ফেরালেন এবং তখনই বাণাসুর রথহীন হয়ে ছিন্ন ধনু নিয়ে তার নগরীতে পলায়ণের জন্য সুযোগ গ্রহণ করল।

শ্লোক ২২

বিদ্রাবিতে ভূতগণে জ্বরস্তু ত্রিশিরাস্ত্রিপাৎ ।
অভ্যধাবত দাশার্হং দহন্নিব দিশো দশ ॥ ২২ ॥

বিদ্রাবিতে—বিতাড়িত হলে; **ভূত-গণে**—শিবের সকল অনুচরগণ; **জ্বরঃ**—দেবাদিদেব শিবের সেবক মূর্তিমান জ্বর; **তু**—কিন্তু; **ত্রি**—তিনটি; **শিরাঃ**—মস্তক বিশিষ্ট; **ত্রি**—তিনটি; **পাৎ**—পদ বিশিষ্ট; **অভ্যধাবত**—ধাবিত হল; **দাশার্হম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **দহন্**—দগ্ধ করতে করতে; **ইব**—যেন; **দিশঃ**—দিক সমূহ; **দশ**—দশ।

অনুবাদ

শিবের অনুচরেরা বিতাড়িত হওয়ার পর, শিব-জ্বর, যার ছিল তিনটি মাথা এবং তিনটি পা, সে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার জন্য ধাবিত হল। শিব-জ্বর অগ্রসর হলে মনে হয়েছিল যে, সে যেন দশ দিকের সমস্ত কিছু দগ্ধ করবে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শিব-জ্বরের নিম্নোক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন—

জরস্ত্রিপদস্ত্রিশিরাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ ।
ভস্মপ্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তকযমোপমঃ ॥

"ভয়ঙ্কর শিব-জ্বরের তিনটি পা, তিনটি মাথা, ছয়টি হাত এবং নয়টি চোখ ছিল। ভস্ম বর্ষণকারী তাকে যেন বিশ্ব প্রলয়কালীন যমরাজের মতোই মনে হচ্ছিল।"

শ্লোক ২৩

অথ নারায়ণঃ দেবঃ তং দৃষ্ট্বা ব্যসৃজজ্জ্বরম্ ।
মাহেশ্বরো বৈষ্ণবশ্চ যুযুধাতে জ্বরাবুভৌ ॥ ২৩ ॥

অথ—অনন্তর; **নারায়ণঃ দেবঃ**—ভগবান নারায়ণ (কৃষ্ণ); **তম্**—তাকে (শিব-জ্বর); **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ব্যসৃজৎ**—মুক্ত করলেন; **জ্বরম্**—তাঁর মূর্তিমান জ্বর (প্রচণ্ড শীতের, শিব-জ্বরের প্রচণ্ড তাপের বিপরীত); **মাহেশ্বরঃ**—মহেশ্বরের; **বৈষ্ণবঃ**—ভগবান বিষ্ণুর; **চ**—এবং; **যুযুধাতে**—যুদ্ধ করল; **জ্বরৌ**—দুই জ্বর; **উভৌ**—পরস্পরের বিরুদ্ধে।

অনুবাদ

সেই মূর্তিমান অস্ত্রকে অগ্রসর হতে লক্ষ্য করে, ভগবান নারায়ণ তখন তাঁর আপন মূর্তিমান জ্বর-অস্ত্র, বিষ্ণু-জ্বরকে মুক্ত করলেন। এইভাবে শিব-জ্বর ও বিষ্ণু-জ্বর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

শ্লোক ২৪

মাহেশ্বরঃ সমাক্রন্দন্ বৈষ্ণবেন বলার্দিতঃ ।
অলব্ধাভয়মন্যত্র ভীতো মাহেশ্বরো জ্বরঃ ।
শরণার্থী হৃষীকেশং তুষ্টাব প্রযতাঞ্জলিঃ ॥ ২৪ ॥

মাহেশ্বরঃ—(জ্বর-অস্ত্র) দেবাদিদেব শিবের; **সমাক্রন্দন্**—অত্যুচ্চ রব করে; **বৈষ্ণবেন**—বৈষ্ণব-জ্বরের; **বল**—বল দ্বারা; **অর্দিতঃ**—পীড়িত; **অলব্ধা**—প্রাপ্ত না

হয়ে; **অভয়ম্**—অভয়; **অন্যত্র**—অন্যত্র; **ভীতঃ**—ভীত; **মাহেশ্বরঃ জ্বরঃ**—মাহেশ্বর জ্বর; **শরণ**—আশ্রয়ের জন্য; **অর্থী**—লালায়িত; **হৃষীকেশম্**—প্রত্যেকের ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ; **তুষ্টাব**—সে স্তুতি করল; **প্রযত-অঞ্জলিঃ**—কৃতাঞ্জলি সহকারে।

অনুবাদ

বিষ্ণু জ্বরের বলে অভিভূত হয়ে যন্ত্রণায় শিব-জ্বর ক্রন্দন করে উঠল। কিন্তু কোনও আশ্রয় না পেয়ে, ভয়ভীত শিব-জ্বর তখন হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর আশ্রয় লাভের আশায় প্রার্থনা করল। তাই কৃতাঞ্জলিপুটে সে শ্রীভগবানের স্তুতি করতে শুরু করল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যেমন উল্লেখ করেছেন সেই অনুসারে বিষয়টির তাৎপর্য এই যে, শিব-জ্বরকে তাঁর প্রভু শিবের পক্ষ ত্যাগ করতে হয়েছিল এবং সরাসরি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল।

শ্লোক ২৫

জ্বর উবাচ

নমামি ত্বানন্তশক্তিং পরেশং
সর্বাত্মানং কেবলং জ্ঞপ্তিমাত্রম্ ।
বিশ্বোৎপত্তিস্থানসংরোধহেতুং
যত্তদ্ ব্রহ্ম ব্রহ্মলিঙ্গং প্রশান্তম্ ॥ ২৫ ॥

জ্বরঃ উবাচ—জ্বর-অস্ত্র (শিবের) বলেছিল; **নমামি**—আমি প্রণাম নিবেদন করি; **ত্বা**—আপনাকে; **অনন্ত**—অনন্ত; **শক্তিম্**—যাঁর শক্তিরাজি; **পর**—পরম; **ঈশম্**—ভগবান; **সর্ব**—সকলের; **আত্মানম্**—আত্মা; **কেবলম্**—শুদ্ধ; **জ্ঞপ্তি**—জ্ঞানের; **মাত্রম্**—সামগ্রিকতা; **বিশ্ব**—বিশ্বের; **উৎপত্তি**—সৃষ্টির; **স্থান**—পালন; **সংরোধ**—এবং সংহার; **হেতুম্**—কারণ; **যৎ**—যা; **তৎ**—সেই; **ব্রহ্ম**—পরম ব্রহ্ম; **ব্রহ্ম**—বেদ দ্বারা; **লিঙ্গম্**—প্রতিপাদ্য; **প্রশান্তিম্**—প্রশান্ত।

অনুবাদ

শিব-জ্বর বলেছিল—সকল জীবের পরমাত্মা, ভগবান, অনন্তশক্তি-সম্পন্ন আপনাকে আমি প্রণাম নিবেদন করি। আপনি শুদ্ধ এবং পূর্ণ জ্ঞানের ধারক এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। আপনিই বেদ-প্রতিপাদ্য পরম ব্রহ্ম, পূর্ণরূপে প্রশান্ত।

তাৎপর্য

পূর্বে শিব-জ্বর নিজেকে অসীম ক্ষমতাশীল মনে করত এবং তাই শ্রীকৃষ্ণকে দগ্ধ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখন সে নিজেই দগ্ধ হয়েছে এবং হৃদয়ঙ্গম করেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, তাই সে বিনম্রভাবে প্রণাম নিবেদনের জন্য অগ্রসর হয়েছিল এবং পরম ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে স্তুতি নিবেদন করেছিল।

আচার্যবর্গের মতানুসারে, *সর্বাত্মানম্* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, সকল জীবের চেতনার প্রদাতা। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ তা প্রতিপন্ন করেছেন—*মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমার থেকেই সমস্ত জীবের স্মৃতি উৎপন্ন ও বিলোপ হয়।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর ভাষ্যে দৃঢ় প্রতিপন্ন করেছেন যে, শিব-জ্বর নানাভাবে তার নিজ প্রভু শিবের চেয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেছিল : শিব-জ্বর তাই শ্রীকৃষ্ণকে *অনন্ত-শক্তি* 'অনন্ত শক্তির ধারক' রূপে; *পরেশ*, 'পরম নিয়ন্তা' রূপে এবং *সর্বাত্মা*, 'সকল জীবের পরমাত্মা' রূপে—(এমন কি দেবাদিদেব শিবেরও নিয়ন্তারূপে) সম্বোধন করেছেন।

কেবলং জ্ঞপ্তি মাত্রম্ কথাটি বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ সর্বজ্ঞতা ধারণ করেন। আমাদের সীমিত বোধ শক্তি নিয়ে আমরা এই জগতে চলি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনন্ত উপলব্ধি নিয়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের সীমাহীন কর্ম সম্পাদন করেন। শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন, এমন কি বায়ুর মতো স্থূল উপাদানগুলির ক্রিয়াকর্মও তাঁর উপরে নির্ভরশীল। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২/৮/১)* প্রতিপন্ন করছে যে, *ভীষাস্মাদ বাতঃ পবতে*, 'তাঁরই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়।' তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সকল জীবের আরাধনার পরম বিষয়।

শ্লোক ২৬

কালো দৈবং কর্ম জীবঃ স্বভাবো
দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণ আত্মা বিকারঃ ।
তৎসঙ্ঘাতো বীজরোহপ্রবাহস্
ত্বন্মায়ৈষা তন্নিষেধং প্রপদ্যে ॥ ২৬ ॥

কালঃ—কাল; **দৈবম্**—দৈব; **কর্ম**—কর্মফল; **জীবঃ**—জীব; **স্বভাবঃ**—তার স্বভাব; **দ্রব্যম্**—বস্তুর সূক্ষ্ম রূপ; **ক্ষেত্রম্**—দেহ; **প্রাণঃ**—প্রাণবায়ু; **আত্মা**—অহঙ্কার; **বিকারঃ**—বিকার (একাদশ ইন্দ্রিয়াদির); **তৎ**—এই সকলের; **সঙ্ঘাতঃ**—সূক্ষ্মদেহ রূপ; **বীজ**—বীজের; **রোহ**—এবং অঙ্কুর; **প্রবাহঃ**—প্রবাহ; **ত্বৎ**—আপনার; **মায়া**—

জাগতিক মায়া শক্তি; এষা—এই; তৎ—তার; নিষেধম্—নিষেধ (আপনি); প্রপদ্যে—আমি শরণ গ্রহণ করছি।

অনুবাদ

কাল, দৈব, কর্ম, জীব ও তার স্বভাব, সূক্ষ্ম উপাদান, দেহ, প্রাণবায়ু, অহঙ্কার, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি এবং এই সবকিছু সামগ্রিকভাবে যা জীবদেহে প্রতিফলিত হয়, এই সমস্ত কিছুই আপনার মায়া, বীজ ও অঙ্কুরের মতো এক নিরন্তর প্রবাহ। আমি মায়া নিবারণকারী আপনার এই সত্তার শরণ গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

বীজরোহপ্রবাহ কথাটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—বদ্ধ জীবাত্মা জড় দেহ ধারণ করে, তার মাধ্যমে এই জড় জগৎ উপভোগ করার চেষ্টা করে। দেহটি ভবিষ্যতের জড় জাগতিক অস্তিত্বের বীজ স্বরূপ। কারণ যখন কেউ সেই দেহের সাহায্যে কাজকর্ম করে, সে তখন আরও কর্মফলের সৃষ্টি করে, যা থেকে আরেকটি জড় দেহ গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়ার মতো কারণ বৃদ্ধি (*রোহ*) পায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, জড় জাগতিক জীবন ধারা কেবলই কর্ম এবং কর্মফলের প্রবাহ। একমাত্র শ্রীভগবানের কাছে শরণাগত হওয়ার সিদ্ধান্তই বদ্ধ জীবকে এই অনাবশ্যক জড় জাগতিক বৃদ্ধিবিকাশ ও তার কর্মফলের পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি দেয়।

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, *তন্নিষেধং প্রপদ্যে* কথাটি ইঙ্গিত করছে যে, পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ *নিষেধাবধিভূতম্* 'নিষেধের সীমা'। অন্যভাবে বলতে গেলে, শেষ পর্যন্ত মায়া নস্যাৎ হয়ে যায়, পরম-ব্রহ্মই বিরাজ করেন।

জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে অজ্ঞতা দূর করার পন্থা রূপেই শিক্ষার প্রক্রিয়াটিকে স্বল্পকথায় সংক্ষেপে বোঝানো যেতে পারে। কারণ-অনুমানের আরোহী পদ্ধতি, কার্য-অনুমানের অবরোহী পদ্ধতি, এবং স্বজ্ঞা মাধ্যমে লব্ধ পদ্ধতির সাহায্যে আমরা সব কিছু আপাতসুন্দর, মায়াময় এবং অপরিপূর্ণ বিষয়াদি বর্জন করতে চাই, এবং পূর্ণ জ্ঞানের স্তরেই নিজেদের উন্নীত করতে চাই। শেষ পর্যন্ত যখন সকল মায়া কেটে যায়, তখন যেটি দৃঢ়তা অর্জন করে, তাই হল পরম তত্ত্ব, পরমেশ্বর ভগবান।

পূর্ববর্তী শ্লোকে শিব-জ্বর শ্রীভগবানকে *সর্বাত্মানং কেবলম্ জ্ঞপ্তিমাত্রম্*—"শুদ্ধ, চিদ্‌ঘন জ্ঞান" রূপে বর্ণনা করেছে। এখন এই শ্লোকে শ্রীভগবানের দার্শনিক বর্ণনা সে এই বলে শেষ করছে যে, জড় অস্তিত্বের বিভিন্ন বস্তুও শ্রীভগবানেরই শক্তি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, শ্রীভগবানের আপন দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ যা *তন্নিষেধং* শব্দটির মাধ্যমে এখানে বোঝানো হয়েছে, তা শ্রীভগবানের শুদ্ধ চিন্ময় অস্তিত্ব হতে অভিন্ন। শ্রীভগবানের দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদি

তাঁর থেকে ভিন্ন নয়, কিম্বা সেগুলি তাঁকে আচ্ছন্নও করে না, বরং শ্রীভগবান তাঁর চিন্ময় রূপ ও ইন্দ্রিয় সমূহের সঙ্গে অভিন্ন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ পরমব্রহ্ম, মনোমুগ্ধকর বৈচিত্র্যে অসীম।

শ্লোক ২৭

নানাভাবৈর্লীলয়ৈবোপপন্নৈর্
দেবান্ সাধূন্ লোকসেতূন্ বিভর্ষি ।
হংস্যুন্মার্গান্ হিংসয়া বর্তমানান্
জন্মৈতৎ তে ভারহারায় ভূমেঃ ॥ ২৭ ॥

নানা—বিভিন্ন; **ভাবৈঃ**—ভাবে; **লীলয়া**—লীলা; **এব**—বস্তুত; **উপপন্নৈঃ**—ধারণ করেন; **দেবান্**—দেবতাগণ; **সাধূন্**—সাধুগণ; **লোক**—জগতের; **সেতূন্**—ধর্মসূত্রসমূহ; **বিভর্ষি**—আপনি পালন করেন; **হংসি**—আপনি বধ করেন; **উৎ-মার্গান্**—উন্মার্গগামী; **হিংসয়া**—হিংসাপরায়ণ; **বর্তমানান্**—বর্তমান; **জন্ম**—জন্ম; **এতৎ**—এই; **তে**—আপনার; **ভার**—ভার; **হরায়**—হরণ করার জন্য; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর।

অনুবাদ

দেবগণ, সাধুগণ এবং এই জগতের ধর্মসূত্রগুলি পালন পোষণের উদ্দেশ্যে আপনি বিভিন্নভাবে আপনার লীলা সম্পাদন করেন। এই সমস্ত লীলার মাধ্যমে আপনি উন্মার্গগামী হিংসাপরায়ণ সকলকে বধ করেন। প্রকৃতপক্ষে, আপনার বর্তমান অবতরণের উদ্দেশ্যই ভূভার হরণ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যেমন *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৯) বলছেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

"আমি কাউকে ঘৃণা করি না কিম্বা কারো প্রতি পক্ষপাতীও নই। আমি সকলের প্রতি সমান। কিন্তু ভক্তি ভরে যে আমার সেবা করে, সে আমার সখা—সে আমাতে অবস্থান করে—এবং আমিও তার সুহৃৎ।"

দেবতারা এবং সাধুরা (*দেবান্ সাধূন্*) শ্রীভগবানের ইচ্ছা সম্পাদনের জন্য উৎসর্গীকৃত। দেবতারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রশাসক রূপে কাজ করেন এবং সাধুরা তাঁদের শিক্ষা ও সদাচরণের মাধ্যমে পবিত্রতা ও আত্মোপলব্ধির পথ আলোকিত করেন।

কিন্তু যারা শ্রীভগবানের বিধান, প্রকৃতির আইন লঙ্ঘন করে এবং অন্যদের বিরুদ্ধে হিংস্রতা অবলম্বনের মাধ্যমে জীবন ধারণ করে, তারা শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলা অবতারের সময়ে তাঁর কাছে পরাভূত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) ভগবান তাই বলছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।* তিনি নিরপেক্ষ, কিন্তু জীবের আচরণের প্রতি তিনি যথাযথ প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করে থাকেন।

শ্লোক ২৮

তপ্তোঽয়ং তে তেজসা দুঃসহেন
শান্তোগ্রেণাত্যুল্বণেন জ্বরেণ ।
তাবত্তাপো দেহিনাং তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
নো সেবেরন্ যাবদাশানুবদ্ধাঃ ॥ ২৮ ॥

তপ্তঃ—সন্তপ্ত; অহম্—আমি; তে—আপনার; তেজসা—তেজ দ্বারা; দুঃসহেন—দুঃসহ; শান্ত—শীতল; উগ্রেণ—তবু দগ্ধকর; অতি—অত্যন্ত; উল্বণেন—ভয়ঙ্কর; জ্বরেণ—জ্বর; তাবৎ—তাবৎ; তাপঃ—সন্তাপ; দেহিনাম্—প্রাণিগণের; তে—আপনার; অঙ্ঘ্রি—পাদ; মূলম্—মূলের; ন—করে না; উ—বস্তুত; সেবেরন্—সেবা করে; যাবৎ—যে পর্যন্ত; আশা—জাগতিক আকাঙ্ক্ষায়; অনুবদ্ধাঃ—অবিরত বদ্ধ।

অনুবাদ

আপনার ভয়ঙ্কর জ্বর-অস্ত্রের প্রচণ্ড শক্তি দ্বারা আমি পীড়িত হয়েছি, যে-অস্ত্র শীতল অথচ দগ্ধকর। যতক্ষণ পর্যন্ত সকল প্রাণী জাগতিক আকাঙ্ক্ষায় বদ্ধ হয়ে থাকে এবং এইভাবে আপনার চরণ সেবায় বিমুখ হয়ে থাকে, ততক্ষণ তারা অবশ্যই দুঃখ ভোগ করে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে শিব-জ্বর উল্লেখ করেছিল যে, হিংস্রতার মাধ্যমে যারা জীবন ধারণ করে, তারা শ্রীভগবানের হাতে একই রকম হিংস্রতা ভোগ করবে। কিন্তু এখানে সে আরও উল্লেখ করছে যে, যারা ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে না, তারা বিশেষভাবে শাস্তির যোগ্য। যদিও এতক্ষণ পর্যন্ত শিব-জ্বর নিজেই হিংস্র আচরণ করছিল, কিন্তু যেহেতু সে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং নিজেকে সংশোধন করেছে, তাই সে ভগবানের কৃপা লাভের আশা করছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, সে এখন ভগবানের ভক্ত হয়েছে।

শ্লোক ২৯

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিশিরস্তে প্রসন্নোঽস্মি ব্যেতু তে মজ্জরাদ্ ভয়ম্ ।
যো নৌ স্মরতি সংবাদং তস্য ত্বন্ন ভবেদ্ ভয়ম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **ত্রি-শিরঃ**—হে ত্রিশির; **তে**—তোমার প্রতি; **প্রসন্নঃ**—সন্তুষ্ট হয়েছি; **অস্মি**—আমি; **ব্যেতু**—দূর হউক; **তে**—তোমার; **মৎ**—আমার; **জ্বরাৎ**—জ্বর অস্ত্রের; **ভয়ম্**—ভয়; **যঃ**—যে; **নৌ**—আমাদের; **স্মরতি**—স্মরণ করবে; **সংবাদম্**—কথোপকথন; **তস্য**—তার জন্য; **ত্বৎ**—তোমার; **ন ভবেৎ**—হবে না; **ভয়ম্**—ভয়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে ত্রিশির, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার জ্বর-অস্ত্র থেকে তোমার ভয় দূর হোক। যে আমাদের এই কথোপকথন স্মরণ করবে, তারও তোমাকে কোনও ভয়ের কারণ থাকবে না।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীভগবান শিব-জ্বরকে তাঁর ভক্তরূপে গ্রহণ করলেন এবং তাকে তার প্রথম নির্দেশ প্রদান করলেন যে—বিশ্বস্তভাবে যে ভগবানের লীলা শ্রবণ করবে, তার কখনও উষ্ণ জ্বর দ্বারা ভয় থাকবে না।

শ্লোক ৩০

ইত্যুক্তোঽচ্যুতমানম্য গতো মাহেশ্বরো জ্বরঃ ।
বাণস্তু রথমারূঢ়ঃ প্রাগাদ্ যোৎস্যন্ জনার্দনম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—উক্ত; **অচ্যুতম্**—ভগবান অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে; **আনম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **গতঃ**—প্রস্থান করল; **মাহেশ্বরঃ**—দেবাদিদেব শিবের; **জ্বরঃ**—জ্বর-অস্ত্র; **বাণঃ**—বাণাসুর; **তু**—কিন্তু; **রথম্**—তার রথ; **আরূঢ়ঃ**—আরোহণ করে; **প্রাগাৎ**—অগ্রসর হল; **যোৎস্যন্**—যুদ্ধের উদ্দেশ্যে; **জনার্দনম্**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

এইসব কথা শুনে, মাহেশ্বর জ্বর অচ্যুত ভগবানকে প্রণাম নিবেদন করে প্রস্থান করল। কিন্তু তখন বাণাসুর তার রথে আরোহণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য হাজির হল।

শ্লোক ৩১

ততো বাহুসহস্রেণ নানায়ুধধরোঽসুরঃ ।
মুমোচ পরমক্রুদ্ধো বাণাংশ্চক্রায়ুধে নৃপ ॥ ৩১ ॥

ততঃ—অতঃপর; বাহু—তার বাহুগুলির সাহায্যে; সহস্রেণ—এক হাজার; নানা—নানা; আয়ুধ—অস্ত্র-শস্ত্র; ধরঃ—ধারণ করে; অসুরঃ—অসুর; মুমোচ—মুক্ত করল; পরম—পরম; ক্রুদ্ধঃ—ক্রুদ্ধ; বাণান্—তীরগুলি; চক্র-আয়ুধে—তাঁকে, যাঁর অস্ত্র চক্র; নৃপ—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

তার সহস্র হাতে নানা অস্ত্র ধারণ করে, হে রাজন, সেই ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ অসুর চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের দিকে অজস্র বাণ নিক্ষেপ করল।

শ্লোক ৩২

তস্যাস্যতোঽস্ত্রাণ্যসকৃচ্চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা ।
চিচ্ছেদ ভগবান্ বাহূন্ শাখা ইব বনস্পতেঃ ॥ ৩২ ॥

তস্য—তার; অস্যতঃ—যে নিক্ষেপ করছিল; অস্ত্রাণি—অস্ত্র; অসকৃৎ—নিরন্তর; চক্রেণ—তাঁর চক্র দ্বারা; ক্ষুর—ক্ষুর-ধার; নেমিনা—যার বৃত্তাকার পরিধি; চিচ্ছেদ—খণ্ডিত করলেন; ভগবান্—ভগবান; বাহূন্—বাহুগুলি; শাখাঃ—শাখা; ইব—যেন; বনস্পতেঃ—বৃক্ষের।

অনুবাদ

বাণ ক্রমাগত তাঁর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকলে শ্রীভগবান তাঁর ক্ষুরধার চক্র ব্যবহার করে বাণাসুরের বাহুগুলি যেন বৃক্ষ শাখার মতো ছেদন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৩

বাহুষু ছিদ্যমানেষু বাণস্য ভগবান্ ভবঃ ।
ভক্তানুকম্প্যুপব্রজ্য চক্রায়ুধমভাষত ॥ ৩৩ ॥

বাহুষু—বাহুগুলি; ছিদ্যমানেষু—ছিন্ন হতে থাকলে; বাণস্য—বাণাসুরের; ভগবান্ ভবঃ—দেবাদিদেব শিব; ভক্ত—তাঁর ভক্তের প্রতি; অনুকম্পী—অনুকম্পাবশত; উপব্রজ্য—কাছে উপস্থিত হয়ে; চক্র-আয়ুধম্—চক্র-অস্ত্রের পরিচালক, শ্রীকৃষ্ণকে; অভাষত—তিনি বললেন।

অনুবাদ

দেবাদিদেব শিবের ভক্ত বাণাসুরের হাতগুলি কেটে পড়ে যাচ্ছে দেখে শিব তার প্রতি অনুকম্পা অনুভব করে ভগবান চক্রায়ুধের (শ্রীকৃষ্ণ) কাছে উপস্থিত হয়ে এইভাবে বললেন।

শ্লোক ৩৪

শ্রীরুদ্র উবাচ

ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গূঢ়ং ব্রহ্মাণি বাঙ্ময়ে ।
যং পশ্যন্ত্যমলাত্মান আকাশমিব কেবলম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরুদ্রঃ উবাচ—দেবাদিদেব শিব বললেন; **ত্বম্**—আপনি; **হি**—একমাত্র; **ব্রহ্ম**—পরম ব্রহ্ম; **পরম**—পরম; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **গূঢ়ম্**—গূঢ়; **ব্রহ্মাণি**—পরমে; **বাক্-ময়ে**—ভাষারূপে (বেদসমূহ); **যম্**—যাকে; **পশ্যন্তি**—তারা দর্শন করে; **অমল**—নির্মল; **আত্মানঃ**—যার হৃদয়; **আকাশম্**—আকাশ; **ইব**—তুল্য; **কেবলম্**—শুদ্ধ।

অনুবাদ

শ্রীরুদ্র বললেন—আপনিই একমাত্র পরম ব্রহ্ম, পরম জ্যোতিস্বরূপ, শব্দব্রহ্মে গূঢ়ভাবে অবস্থিত পরম তত্ত্ব। যাদের হৃদয় নির্মল, তারাই আকাশের মতো শুদ্ধ স্বরূপ আপনাকে দর্শন করতে পারে।

তাৎপর্য

পরম ব্রহ্ম সকল আলোকের উৎস এবং তাই তা পরমজ্যোতি স্বতঃই উজ্জ্বল। *বেদে* এই পরম ব্রহ্মকে গূঢ়তত্ত্ব রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাই তা সাধারণ পাঠকের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। কিভাবে বৈদিক ধ্বনি কদাচিৎ পরম-তত্ত্ব প্রকাশ করে থাকে, তা শ্রীল জীব গোস্বামী *গোপালতাপনী উপনিষদ* থেকে নিম্নোক্ত বিবরণটি উদ্ধৃত করে ব্যক্ত করেছেন—*তে হোচুরুপাসনম্ এতস্য পরাত্মনো গোবিন্দস্যাখিলাত্মারিণো ব্রূহি (পূর্ব-খণ্ড ১৭)*—তাঁরা (চতুঃষ্মন কুমারগণ) বললেন (ব্রহ্মাকে), 'কৃপা করে বলুন কিভাবে সকল স্থিতির ভিত্তিস্বরূপ পরমাত্মা গোবিন্দের পূজা করতে হয়।" *চেতনশ্চেতনানাম্ (পূর্বখণ্ড ২১)*—"তিনি সকল জীবের প্রধান।" এবং *তং হ দেবম্ আত্মবৃত্তি প্রকাশম্ (পূর্বখণ্ড ২৩)*—"প্রথমে নিজ আত্মাকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।"

যেহেতু ভগবান পরম শুদ্ধ, তবুও কেন কিছু মানুষ শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও কার্যাবলী অশুদ্ধ বলে মনে করে? আচার্য জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, যাদের নিজের হৃদয় অশুদ্ধ, তারা শুদ্ধ ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। শ্রীল বিশ্বনাথ

চক্রবর্তী ঠাকুর *শ্রীহরিবংশে* অর্জুনের প্রতি ভগবানের নির্দেশ উদ্ধৃত করছেন—

তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ ।
মমৈব তদ্ ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ॥

"পরম ব্রহ্ম এই সামগ্রিক জড়া-প্রকৃতির থেকেও পরমতর, যার থেকে এই সমগ্র সৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে। হে ভরত বংশজ, তোমার জানা উচিত যে, সেই পরম ব্রহ্ম আমার চিদঘন জ্যোতি দ্বারা গঠিত।"

এইভাবে, তাঁর ভক্তকে রক্ষা করার জন্য শিব এখন তাঁর নিত্য আরাধ্য প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করছেন। শ্রীভগবানের বিমোহিনী শক্তি শিবকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করেছিল, কিন্তু এখন যুদ্ধ শেষ এবং তাঁর ভক্তকে রক্ষা করার জন্য শিব এই সকল সুন্দর স্তব নিবেদন করছেন।

শ্লোক ৩৫-৩৬

নাভির্নভোঽগ্নির্মুখমম্বু রেতো
দ্যৌঃ শীর্ষমাশাঃ শ্রুতিরঙ্ঘ্রিরুর্বী ।
চন্দ্রো মনো যস্য দৃগর্ক আত্মা
অহং সমুদ্রো জঠরং ভুজেন্দ্রঃ ॥ ৩৫ ॥
রোমাণি যস্যৌষধয়োঽম্বুবাহাঃ
কেশা বিরিঞ্চো ধিষণা বিসর্গঃ ।
প্রজাপতির্হৃদয়ং যস্য ধর্মঃ
স বৈ ভবান্ পুরুষো লোককল্পঃ ॥ ৩৬ ॥

নাভিঃ—নাভি; **নভঃ**—আকাশ; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **মুখম্**—মুখ; **অম্বু**—জল; **রেতঃ**—বীর্য; **দ্যৌঃ**—স্বর্গ; **শীর্ষম্**—মস্তক; **আশাঃ**—দিক সকল; **শ্রুতিঃ**—শ্রবণেন্দ্রিয়; **অঙ্ঘ্রিঃ**—পাদ; **উর্বী**—পৃথিবী; **চন্দ্রঃ**—চন্দ্র; **মনঃ**—মন; **যস্য**—যার; **দৃক্**—দৃষ্টি; **অর্কঃ**—সূর্য; **আত্মা**—আত্মচেতনা; **অহম্**—আমি (শিব); **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **জঠরম্**—উদর; **ভুজ**—বাহু; **ইন্দ্রঃ**—ইন্দ্র; **রোমাণি**—দেহের রোমসমূহ; **যস্য**—যার; **ঔষধয়ঃ**—ভেষজ তরুলতা; **অম্বু-বাহাঃ**—জলদ্ মেঘ রাশি; **কেশাঃ**—মস্তকের কেশরাশি; **বিরিঞ্চঃ**—শ্রীব্রহ্মা; **ধীষণা**—বুদ্ধি; **বিসর্গঃ**—জননেন্দ্রিয়; **প্রজা-পতিঃ**—প্রজাপতি; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **যস্য**—যার; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **ভবান্**—আপনি; **পুরুষঃ**—আদি স্রষ্টা; **লোক**—জগৎ; **কল্পঃ**—যাঁর থেকে উৎপন্ন।

অনুবাদ

আকাশ আপনার নাভি, অগ্নি আপনার মুখ, জল আপনার বীর্য, এবং স্বর্গ আপনার মস্তক। দিকসমূহ আপনার শ্রবণেন্দ্রিয়, ভেষজ তরুলতা আপনার দেহের রোমরাজি, এবং জলদ মেঘ আপনার মস্তকের কেশ। পৃথিবী আপনার পদ, চন্দ্র আপনার মন, এবং সূর্য আপনার দৃষ্টি এবং আমি আপনার অহঙ্কার। সমুদ্র আপনার উদর, ইন্দ্র আপনার বাহু, ব্রহ্মা আপনার বুদ্ধি, প্রজাপতি আপনার বুদ্ধি স্বরূপ মানব সৃষ্টির জননেন্দ্রিয়ের মতো এবং ধর্ম আপনার হৃদয়। প্রকৃতপক্ষে আপনি আদি পুরুষ, জগতের স্রষ্টা।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন যে, ক্ষুদ্র কীট যেমন ফলের ভিতরে বাস করেও ফলটিকে উপলব্ধি করতে পারে না, তেমনি আমরা ক্ষুদ্র জীবেরা, যে পরম ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থান করে আছি, তাঁকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। শ্রীভগবানের ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকেই উপলব্ধি করা কঠিন, তাই শ্রীকৃষ্ণ রূপে তাঁর চিন্ময় রূপের কথা আর কি বলার আছে। সুতরাং আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃতের মাঝে আত্মসমর্পণ করা উচিত এবং ভগবান স্বয়ং আমাদের তখন তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করবেন।

শ্লোক ৩৭

তবাবতারোঽয়মকুণ্ঠধামন্
ধর্মস্য গুপ্ত্যৈ জগতো হিতায় ।
বয়ং চ সর্বে ভবতানুভাবিতা
বিভাবয়ামো ভুবনানি সপ্ত ॥ ৩৭ ॥

তব—আপনার; **অবতারঃ**—অবতরণ; **অয়ম্**—এই; **অকুণ্ঠ**—অবারিত; **ধামন্**—হে শক্তিসম্পন্ন; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **গুপ্ত্যৈ**—রক্ষার জন্য; **জগতঃ**—জগতের; **হিতায়**—মঙ্গলের জন্য; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—ও; **সর্বে**—সকল; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **অনুভাবিতাঃ**—উদ্দীপ্ত ও স্বীকৃত; **বিভাবয়ামঃ**—আমরা প্রকাশ ও পালন করছি; **ভুবনানি**—জগৎ সৃষ্টি; **সপ্ত**—সপ্ত।

অনুবাদ

হে অকুণ্ঠ শক্তিমান, জড় জগতে ধর্ম রক্ষা ও সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্য আপনার এই অবতরণ। আমরা দেবতাগণ প্রত্যেকে আপনার কৃপা ও কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে সপ্ত ভুবনকে পালন করছি।

তাৎপর্য

সন্দেহ জাগতে পারে যে, শিব যখন শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন মানব দেহ নিয়ে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বরূপে শিবের সামনে স্পষ্টই উপস্থিত ছিলেন। যাই হোক, শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা যে, আমাদের জড় দৃষ্টির সামনে তিনি আমাদের কাছ আবির্ভূত হয়েছেন। আমরা যদি পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করতে চাই, তা হলে অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃতের স্বীকৃত তত্ত্ববেত্তার কাছ থেকে আমাদের অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে, যেমন রয়েছেন *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অথবা সর্বজনবিদিত বৈষ্ণব তত্ত্ববেত্তা দেবাদিদেব শিব, যিনি এখানে পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা করেছেন।

শ্লোক ৩৮

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষোঽদ্বিতীয়স্
তুর্যঃ স্বদৃগ্ হেতুরহেতুরীশঃ ।
প্রতীয়সেঽথাপি যথাবিকারং
স্বমায়য়া সর্বগুণপ্রসিদ্ধ্যৈ ॥ ৩৮ ॥

ত্বম্—আপনি; **একঃ**—এক; **আদ্যঃ**—আদি; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **অদ্বিতীয়ঃ**—অদ্বিতীয়; **তুর্যঃ**—তুরীয়; **স্ব-দৃক্**—স্বপ্রকাশ; **হেতুঃ**—কারণ; **অহেতুঃ**—কারণরহিত; **ঈশঃ**—ঈশ্বর; **প্রতীয়সে**—আপনি প্রতীত হন; **অথ অপি**—তথাপি; **যথা**—অনুসারে; **বিকারম্**—বিকার; **স্ব**—আপনার নিজ দ্বারা; **মায়য়া**—মায়া শক্তি; **সর্ব**—সকলের; **গুণ**—জড় গুণাবলী; **প্রসিদ্ধ্যৈ**—পূর্ণ প্রকাশের জন্য।

অনুবাদ

আপনি আদি পুরুষ, অদ্বিতীয়, তুরীয়, ও স্ব-প্রকাশ। কারণ রহিত আপনি সর্ব কারণের কারণ এবং আপনি পরম নিয়ন্তা। তথাপি আপনার মায়াশক্তি দ্বারা প্রভাবিত বস্তুর বিকার সমূহে আপনি প্রতীয়মান হন—আপনি বিকারে অনুমোদন করেন যাতে বিভিন্ন জড়গুণ সমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হতে পারে।

তাৎপর্য

আচার্যগণ এই শ্লোকের এইভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন—শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, *আদ্য পুরুষঃ*, "আদি পুরুষ" শব্দটি বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণ মহাবিশ্ব প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণকারী তিন পুরুষের প্রথম জন, মহাবিষ্ণু রূপে নিজেকে বিস্তার করেন। ভগবান *এক অদ্বিতীয়ঃ*, "যাঁর কোন দ্বিতীয় নেই।" কারণ কেউই ভগবানের সমান অথবা তার থেকে ভিন্ন নয়। কেউই সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর

ভগবানের সমান নয় এবং সকল জীব ভগবানের শক্তির প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও কেউই তাঁর থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই অচিন্তনীয় অবস্থাকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পরমব্রহ্ম ও জীব গুণগতভাবে এক কিন্তু পরিমাণগতভাবে ভিন্ন। পরম-তত্ত্ব অনন্ত চিন্ময় চেতনার অধিকারী, কিন্তু জীব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুচেতনার অধিকারী যা মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন।

শ্রীল জীব গোস্বামী *আদ্যঃ পুরুষং* শব্দটির ভাষ্য প্রদান করতে গিয়ে *সাত্বত-তন্ত্র* থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—*বিকৌস্তু ত্রীণি রূপাণি* "বিষ্ণুর তিনটি রূপ রয়েছে [মহাবিশ্ব প্রকাশের জন্য, ইত্যাদি]।" শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রুতি থেকে ভগবানের একটি উক্তিরও উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন *পূর্বম্ এবাহম্ ইহাসম্।* "শুরুতে এই জগতে আমি একাকী অবস্থান করি।" এই উক্তিটি বোঝায় যে, ভগবানের যে রূপকে পুরুষ-অবতার বলা হচ্ছে, সেই তিনি মহাবিশ্ব প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই বিরাজমান রয়েছেন। শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্রুতি মন্ত্রটিও উল্লেখ করছেন *তৎ-পুরুষস্য পুরুষত্বম্*, যার অর্থ, "এটাই ভগবানের পুরুষ রূপের মর্যাদা।" প্রকৃতপক্ষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও পুরুষ অবতারের সত্তা, কারণ তিনি তুরীয়, যা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামী তুরীয় শব্দটিকে (আক্ষরিকভাবে যা 'চতুর্থ তত্ত্ব') *ভাগবতের* শ্লোকের (১১/১৫/১৬) শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য উদ্ধৃত করার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন—

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ বিদুর্বুধাঃ ॥

"শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ, তাঁর হিরণ্যগর্ভ রূপ এবং জড়া-প্রকৃতির আকস্মিক আদি প্রকাশ সবকিছু আপেক্ষিক ধারণা, কিন্তু যেহেতু ভগবান স্বয়ং এই তিনটি বিষয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন নন, তাই বুদ্ধিমান তত্ত্ববেত্তাগণ তাঁকে 'চতুর্থ তত্ত্ব' বলেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে *তুরীয়* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান তাঁর চতুর্ব্যূহ প্রকাশের চতুর্থ জন। অন্যভাবে বলতে গেলে, শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *স্ব-দৃক্*—অর্থাৎ, তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারেন—কারণ তিনি অসীম চিন্ময় সত্তা, অক্ষয় শুদ্ধতা। তিনিই হেতু, সমস্ত কিছুর কারণ এবং তৎসত্ত্বেও তিনি অহেতু, কারণহীন। তাই তিনি *ঈশ*, পরম নিয়ন্তা।

এই শ্লোকের শেষ দুটি পংক্তি বিশেষ দার্শনিক তাৎপর্যসম্পন্ন। যদিও শ্রীভগবান এক, তবু তিনি কেন বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হন? তার আংশিক ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে। শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি, মায়ার শক্তি দ্বারা জড়া প্রকৃতি এক নিরন্তর বিকারের অবস্থায় রয়েছে। এক অর্থে, তখন, জড়া প্রকৃতি

'মিথ্যা', অসৎ। কিন্তু যেহেতু শ্রীভগবান পরম বাস্তব এবং যেহেতু তিনি সকল বস্তুতেই বিরাজমান, এবং সকল বস্তুই তাঁর শক্তি, তাই জড় বিষয় ও শক্তিগুলিও বাস্তবতার কিছু অধিকারী। সুতরাং কিছু মানুষ যখন জড়া শক্তির একাংশ প্রত্যক্ষ করে এবং মনে করে 'এটিই বাস্তবতা', তখন অন্য মানুষেরা জড়াশক্তির ভিন্ন বিষয় দর্শন করে এবং মনে করে 'না, এটিই বাস্তবতা'।

বদ্ধ আত্মা হওয়ার ফলে আমরা জড়া-প্রকৃতির বিভিন্ন বাহ্যিক গঠন বা আপেক্ষিক মর্যাদায় আচ্ছন্ন থাকি এবং এইভাবে পরম সত্য তথা ভগবানকে আমাদের কলুষিত দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতেই বর্ণনা করি।

তবুও জড়া-প্রকৃতির আচ্ছন্ন গুণাবলী সত্ত্বেও, যেমন আমাদের বদ্ধ বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি (ভগবানেরই শক্তি হওয়ার ফলে), সবই সত্য এবং তাই সমস্ত বস্তুর মাধ্যমে, অল্পবিস্তর আত্মিকভাবে, আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি।

এইজন্যই বর্তমান শ্লোকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে *প্রতীয়সে*—'আপনি প্রতীয়মান হন"। অধিকন্তু, জড়া-প্রকৃতির আচ্ছন্ন গুণাবলীর প্রকাশ না হলে সৃষ্টিও তার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারত না—যেমন, ভগবদ্‌বিহীন ভাবধারার মাঝে জীবনকে উপভোগ করার জন্য বদ্ধ আত্মাদের সব রকম প্রচেষ্টা অনুমোদন না করলে, শেষ পর্যন্ত তারা এই ধরনের মায়াময় আসক্তির অসারতা হৃদয়ঙ্গম করতেই পারত না।

শ্লোক ৩৯

যথৈব সূর্যঃ পিহিতশ্ছায়য়া স্বয়া
ছায়াং চ রূপাণি চ সঞ্চকাস্তি ।
এবং গুণেনাপিহিতো গুণাংস্ত্বম্
আত্মপ্রদীপো গুণিনশ্চ ভূমন্ ॥ ৩৯ ॥

যথা এব—ঠিক যেমন; **সূর্যঃ**—সূর্য; **পিহিতঃ**—আচ্ছাদিত; **ছায়য়া**—ছায়া দ্বারা; **স্বয়া**—তার আপন; **ছায়াম্**—ছায়া; **চ**—এবং; **রূপাণি**—দর্শনীয় রূপগুলি; **চ**—ও; **সঞ্চকাস্তি**—আলোকিত করে; **এবম্**—তেমনই; **গুণেন**—(অহংকারের) জড় গুণ দ্বারা; **অপিহিতঃ**—আচ্ছাদিত; **গুণান্**—বস্তুর গুণাবলী; **ত্বম্**—আপনি; **আত্ম-প্রদীপঃ**—আত্ম-দীপ্তিমান; **গুণিনঃ**—এই সকল গুণাবলীর অধিকারী (জীব); **চ**—এবং; **ভূমন্**—হে সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

হে ভূমন, সূর্য যেমন, মেঘের মাঝে গুপ্ত থেকেও, মেঘ ও অন্যান্য সকল দর্শনীয় রূপকেও আলোকিত করে, তেমনি আপনি জড় গুণাবলীতে গুপ্ত হলেও আত্ম-দীপ্তিমান রূপে অবস্থান করেন এবং এইভাবে সেই সকল গুণাবলীর অধিকারী জীবদের সঙ্গে সেইগুলি প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

এখানে দেবাদিদেব শিব পূর্ববর্তী শ্লোকের প্রথম দুই পংক্তিতে উপস্থাপিত ধারণাকে আরও পরিষ্কার করেছেন। মেঘ ও সূর্যের সাদৃশ্যটি যথাযথ। তার শক্তি দ্বারা সূর্য মেঘ সৃষ্টি করে যা আমাদের সূর্য দর্শনের দৃষ্টিকে আচ্ছাদিত করে। তবু সেই সূর্যই মেঘ এবং অন্যান্য বস্তু দর্শন করতে দেয়। তেমনই, ভগবান তাঁর মায়া শক্তির বিস্তার করেন এবং এইভাবে সরাসরি তাঁকে দর্শন করতে আমাদের বাধা দেন। তবু একমাত্র ভগবানই আমাদের কাছে তাঁর আচ্ছাদিত শক্তিকে—প্রধানত, জড় জগৎ প্রকাশ করেন, এবং তাই ভগবান *আত্ম-প্রদীপ*, 'স্বয়ং দীপ্তিমান'। তাঁর অস্তিত্বের বাস্তবতাই সকল বস্তুকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে।

শ্লোক ৪০

যন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রসক্তা বৃজিনার্ণবে ॥ ৪০ ॥

যৎ—যাঁর; মায়া—মায়া শক্তি দ্বারা; মোহিত—মোহিত হয়ে; ধীয়ঃ—তাদের বুদ্ধি; পুত্র—পুত্র বিষয়ে; দার—পত্নী; গৃহ—গৃহ; আদিষু—প্রভৃতি; উন্মজ্জন্তি—তারা উত্থিত হয়; নিমজ্জন্তি—তারা নিমজ্জিত হয়; প্রসক্তাঃ—পূর্ণরূপে আসক্ত হয়ে; বৃজিন—দুঃখের; অর্ণবে—সমুদ্রে।

অনুবাদ

আপনার মায়ায় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হলে, পুত্র, পত্নী, গৃহ সংসারে পূর্ণরূপে আসক্ত হওয়ার ফলে, মানুষ জড় দুঃখের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে কখনও ভেসে ওঠে এবং কখনও ডুবে যায়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করছেন যে, "দুঃখের সমুদ্রে ভেসে ওঠা" উচ্চ প্রজাতিতে উন্নীত হওয়া ইঙ্গিত করছে, যেমন দেবতা এবং "নিমজ্জিত হওয়া" নিম্ন প্রজাতির জীবকুলে, এমনকি স্থাবর রূপের জীবন, যথা—বৃক্ষলতারূপে পতিত হওয়াও বোঝাচ্ছে। *বায়ু পুরাণে* যেমন উল্লেখ করা হয়েছে *বিপর্য্যশ্চ ভবতি*

ব্রহ্মত্বস্থাবরত্বয়োঃ—"ব্রহ্মার পদ মর্যাদা সম্বন্ধে এবং স্থাবর প্রাণীর পরিবেশের মধ্যে জীবসত্তা আবর্তিত হয়।"

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে, ভগবানের স্তুতি নিবেদন করে শিব এখন বাণাসুরের জন্য শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করার জন্য তাঁর মূল উদ্দেশ্যে উপনীত হতে চেষ্টা করলেন। তাই এই শ্লোকে এবং পরবর্তী চারটি শ্লোকে শিব ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর প্রকৃত মর্যাদা সম্বন্ধে বাণকে নির্দেশ দিচ্ছেন। বাণের প্রতি ভগবানের অনুকম্পার জন্য শিবের প্রার্থনা শ্লোক ৪৫-এ অভিব্যক্ত হয়েছে।

শ্লোক ৪১

দেবদত্তমিমং লব্ধ্বা নৃলোকমজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যো নাদ্রিয়েত ত্বৎপাদৌ স শোচ্যো হ্যাত্মবঞ্চকঃ ॥ ৪১ ॥

দেব—ভগবানের দ্বারা; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **ইমম্**—এই; **লব্ধ্বা**—প্রাপ্ত হয়ে; **নৃ**—মানুষের; **লোকম্**—জগৎ; **অজিত**—অনিয়ন্ত্রিত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—তার ইন্দ্রিয়াদি; **যঃ**—যে; **ন আদ্রিয়েত**—সম্মান করবে না; **ত্বৎ**—আপনার; **পাদৌ**—পাদদ্বয়; **সঃ**—সে; **শোচ্যঃ**—অনুশোচনার পাত্র; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **আত্ম**—নিজের; **বঞ্চকঃ**—প্রবঞ্চনাকারী।

অনুবাদ

যে ভগবানের কাছ থেকে এই মানব জীবন উপহার স্বরূপ অর্জন করেও তার ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণে এবং আপনার শ্রীচরণে সম্মান জানাতে ব্যর্থ হয়, সে নিশ্চিতরূপে অনুশোচনার যোগ্য, কারণ সে কেবল নিজেকেই প্রবঞ্চনা করছে।

তাৎপর্য

যারা ভগবানে ভক্তিপূর্ণ সেবায় যুক্ত হতে প্রত্যাখ্যান করে, এখানে দেবাদিদেব শিব তাদের নিন্দা করছেন।

শ্লোক ৪২

যস্ত্বাং বিসৃজতে মর্ত্য আত্মানং প্রিয়মীশ্বরম্ ।
বিপর্যয়েন্দ্রিয়ার্থার্থং বিষমত্ত্যমৃতং ত্যজন্ ॥ ৪২ ॥

যঃ—যে; **ত্বাম্**—আপনাকে; **বিসৃজতে**—পরিত্যাগ করে; **মর্ত্যঃ**—নশ্বর মানুষ; **আত্মানম্**—তার প্রকৃত আত্মা; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর; **বিপর্যয়**—যা ঠিক বিপরীত; **ইন্দ্রিয়-অর্থ**—ইন্দ্রিয় বিষয়ের; **অর্থম্**—জন্য; **বিষম্**—বিষ; **অত্তি**—সে ভক্ষণ করে; **অমৃতম্**—অমৃত; **ত্যজন্**—ত্যাগ করে।

অনুবাদ

যে মানুষ নিতান্তই বিপরীত স্বভাবের ইন্দ্রিয়-বিষয়ের জন্য তার যথার্থ আত্মা, প্রিয়তম সুহৃদ এবং ঈশ্বর হলেও আপনাকে পরিত্যাগ করে, সে অমৃত প্রত্যাখ্যান করে তার পরিবর্তে বিষ ভক্ষণ করে।

তাৎপর্য

উপরে বর্ণিত মানুষ অনুশোচনার যোগ্য, কারণ সে যাঁকে পরিত্যাগ করে তিনিই তো প্রকৃতপক্ষে প্রিয় ভগবান এবং যা সে গ্রহণ করে, তা প্রিয় নয় ও ভগবৎহীন—অনিত্য ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টি, যা দুঃখ ও বিভ্রান্তির দিকে তাকে নিয়ে যায়।

শ্লোক ৪৩

অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ ।
সর্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্বামাত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বরম্ ॥ ৪৩ ॥

অহম্—আমি; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **অথ**—এবং; **বিবুধাঃ**—দেবতাগণও; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **চ**—এবং; **অমল**—শুদ্ধ; **আশয়াঃ**—যার চেতনা; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে; **প্রপন্নাঃ**—শরণাগত; **ত্বাম্**—আপনার কাছে; **আত্মনম্**—আত্মা; **প্রেষ্ঠম্**—প্রিয়তম; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর।

অনুবাদ

আমি, ব্রহ্মা, অন্যান্য দেবতাগণ এবং শুদ্ধচিত্ত মুনিগণ সকলে সর্বতোভাবে আমাদের প্রিয়তম পরমাত্মা এবং ভগবান আপনার কাছে শরণাগত হয়েছি।

শ্লোক ৪৪

তং ত্বা জগৎ স্থিত্যুদয়ান্তহেতুং
সমং প্রশান্তং সুহৃদাত্মদৈবম্ ।
অনন্যমেকং জগদাত্মকেতং
ভবাপবর্গায় ভজাম দেবম্ ॥ ৪৪ ॥

তম্—তাঁকে; **ত্বা**—আপনি; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **স্থিতি**—পালনের; **উদয়**—উদয়; **অন্ত**—অন্ত; **হেতুম্**—কারণ; **সমম্**—সম; **প্রশান্তম্**—প্রশান্ত; **সুহৃদ্**—সুহৃৎ; **আত্ম**—আত্মা; **দৈবম্**—এবং পূজনীয় ভগবান; **অনন্যম্**—অদ্বিতীয়; **একম্**—অনুপম; **জগৎ**—সকল জগতের; **আত্ম**—এবং সকল আত্মার; **কেতম্**—আশ্রয়; **ভব**—জড় জীবনের; **অপবর্গায়**—সমপর্ণের জন্য; **ভজাম্**—ভজনা করি; **দেবম্**—ভগবান।

অনুবাদ

সংসার মুক্তির নিমিত্ত, হে ভগবান, আমরা আপনাকে ভজনা করি। আপনি ব্রহ্মাণ্ডের পালক এবং সৃষ্টি ও বিনাশের কারণ। সমভাবাপন্ন এবং প্রশান্তচিত্ত আপনি প্রকৃত সুহৃদ, পরমাত্মা এবং পূজনীয় ভগবান। আপনি অদ্বিতীয়, সকল জগতের ও সকল আত্মার আশ্রয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, ভগবানই প্রকৃত বন্ধু কারণ, কেউ ভগবান ও আত্মা সম্বন্ধে অবগত হতে ইচ্ছে করলে তিনি তাকে যথার্থ বুদ্ধি প্রয়োগের সুযোগ করে দেন। শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উভয়েই দৃঢ়ভাবে অভিব্যক্ত করেছেন যে, *ভবাপবর্গায়* শব্দটির দ্বারা ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির মাধ্যমে লব্ধ সর্বোচ্চ মুক্তি ভগবৎ-প্রেমকে বোঝান হয়েছে ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে পরমেশ্বর ভগবান অবশ্যই *সমম্*—'যথার্থ' বাস্তব এবং সমতাপূর্ণ, অথচ অন্যান্য জীবের মধ্যে বাস্তবতার অসম্পূর্ণ উপলব্ধি থাকায় পূর্ণরূপে বাস্তব হতে পারে না। যারা ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তারাও তাঁর পরম চেতনার আশ্রয় গ্রহণ করার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে বাস্তব সম্মত হয়ে ওঠে।

শ্লোক ৪৫

অয়ং মমেষ্টো দয়িতোঽনুবর্তী
ময়াভয়ং দত্তমমুষ্য দেব ।
সম্পাদ্যতাং তদ্ ভবতঃ প্রসাদো
যথা হি তে দৈত্যপতৌ প্রসাদঃ ॥ ৪৫ ॥

অয়ম্—এই; **মম**—আমার; **ইষ্টঃ**—অনুগৃহীত; **দয়িতঃ**—বিশেষ প্রিয়; **অনুবর্তী**—অনুগামী; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অভয়ম্**—অভয়; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **অমুষ্য**—তার; **দেব**—হে দেব; **সম্পাদ্যতাম্**—অনুমোদন করুন; **তৎ**—সুতরাং; **ভবতঃ**—আপনার; **প্রসাদঃ**—কৃপা; **যথা**—যেমন; **হি**—বস্তুত; **তে**—আপনার; **দৈত্য**—দৈত্যদের; **পতৌ**—প্রধানের (প্রহ্লাদ) জন্য; **প্রসাদঃ**—কৃপা।

অনুবাদ

এই বাণাসুর আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত অনুগামী এবং আমি তাকে ভয়মুক্ত করেছি। সুতরাং হে ভগবান, অনুগ্রহ করে তাকে কৃপা করুন, যেমন আপনি অসুরাধীশ প্রহ্লাদকে কৃপা করেছিলেন।

তাৎপর্য

দেবাদিদেব শিব বাণাসুরকে সাহায্য করার প্রবণতা অনুভব করেছিলেন। কারণ শিবের তাণ্ডব নৃত্যের সময়ে সে বাদ্য সঙ্গত করে শিবের প্রতি পরম ভক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। বাণ শিবের প্রিয় পাত্র হবার আরেকটি কারণ ছিল যে, সে দুই মহান ভক্ত প্রহ্লাদ ও বলির বংশধর।

শ্লোক ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ

যদাত্থ ভগবংস্ত্বং নঃ করবাম প্রিয়ং তব ।
ভবতো যদ্‌ববসিতং তন্মে সাধ্বনুমোদিতম্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **যৎ**—যা; **আত্থ**—বললে; **ভগবন্**—হে ভগবান; **ত্বম্**—তুমি; **নঃ**—আমাদের; **করবাম**—আমরা সম্পাদন করব; **প্রিয়ম্**—সন্তুষ্টির জন্য; **তব**—তোমার; **ভবতঃ**—তোমার দ্বারা; **যৎ**—যা; **ব্যবসিতম্**—নিশ্চিতরূপে; **তৎ**—তা; **মে**—আমার দ্বারা; **সাধু**—সাধু; **অনুমোদিতম্**—অনুমোদন করছি।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—হে ভগবন্, তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমরা অবশ্যই, তুমি আমাদের কাছে যা প্রার্থনা করেছ, তা করব। আমি তোমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

তাৎপর্য

আমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত নয় যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে শিবকে *ভগবান* রূপে সম্বোধন করছেন। সকল জীবই ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, গুণগতভাবে তাঁর সঙ্গে এক এবং দেবাদিদেব শিব বিশেষভাবে শক্তিশালী, শুদ্ধ সত্ত্ব, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের বহু গুণাবলীর অধিকারী। পিতা যেমন তাঁর স্নেহের পুত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পদের অংশ ভাগ করে দিয়ে সুখী হন, তেমনি শ্রীভগবানও শুদ্ধ জীবগণের মধ্যে তাঁর কিছু শক্তি এবং ঐশ্বর্য আনন্দের সঙ্গে প্রদান করেন। আর পিতা যেমন তাঁর পুত্রের সদ্‌গুণাবলী গর্বভরে সানন্দে লক্ষ্য করেন, তেমনি শ্রীভগবানও কৃষ্ণভাবনামৃত শক্তিশালী শুদ্ধ জীবগণের মহিমা কীর্তন করে অতীব সুখী হন। তাই পরমেশ্বর ভগবান শিবকে ভগবান রূপে সম্বোধনের মাধ্যমে শিবের মহিমা কীর্তন করে সন্তোষ লাভ করছেন।

শ্লোক ৪৭

অবধ্যোঽয়ং মমাপ্যেষ বৈরোচনিসুতোঽসুরঃ ।
প্রহ্লাদায় বরো দত্তো ন বধ্যো মে তবান্বয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অবধ্যঃ—অবধ্য; **অয়ম্**—সে; **মম**—আমার দ্বারা; **অপি**—বস্তুত; **এষঃ**—এই; **বৈরোচনি-সুতঃ**—বৈরোচনির (বলি) পুত্র; **অসুরঃ**—অসুর; **প্রহ্লাদায়**—প্রহ্লাদকে; **বরঃ**—বর; **দত্তঃ**—প্রদত্ত; **ন বধ্যঃ**—নিহত হবে না; **মে**—আমার দ্বারা; **তব**—তোমার; **অন্বয়ঃ**—বংশধরগণ।

অনুবাদ

আমি বৈরোচনির এই অসুরপুত্রকে হত্যা করব না, কারণ আমি প্রহ্লাদ মহারাজকে বর প্রদান করেছিলাম যে, আমি তাঁর কোন বংশধরকে হত্যা করব না।

শ্লোক ৪৮

দর্পোপশমনায়াস্য প্রবৃক্ণা বাহবো ময়া ।
সূদিতং চ বলং ভূরি যচ্চ ভারায়িতং ভুবঃ ॥ ৪৮ ॥

দর্প—অহংকার; **উপশমনায়**—দমন করার জন্য; **অস্য**—তার; **প্রবৃক্ণাঃ**—ছেদিত হয়েছে; **বাহবঃ**—বাহুগুলি; **ময়া**—আমার দ্বারা; **সূদিতম্**—ছিন্ন হয়েছে; **চ**—এবং; **বলম্**—সৈন্যবাহিনী; **ভূরি**—বিশাল; **যৎ**—যা; **চ**—এবং; **ভারায়িতম্**—ভার হয়ে ওঠায়; **ভুবঃ**—পৃথিবীর পক্ষে।

অনুবাদ

আমি বাণাসুরের বাহুগুলি ছেদন করেছিলাম তার অহঙ্কার দমন করার জন্য। আর আমি তার শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিধন করেছিলাম কারণ তা পৃথিবীর ভার হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ৪৯

চত্বারোঽস্য ভুজাঃ শিষ্টা ভবিষ্যত্যজরামরঃ ।
পার্ষদমুখ্যো ভবতো ন কুতশ্চিদ্ভয়োঽসুরঃ ॥ ৪৯ ॥

চত্বারঃ—চারটি; **অস্য**—তার; **ভুজাঃ**—বাহু; **শিষ্টাঃ**—অবশিষ্ট; **ভবিষ্যতি**—থাকবে; **অজর**—জরাহীন; **অমরঃ**—এবং অমর; **পার্ষদ**—একজন পার্ষদ; **মুখ্যঃ**—প্রধান; **ভবতঃ**—তোমার; **ন কুতশ্চিদ্-ভয়ঃ**—যে কোন বিষয়ে নির্ভয় হয়ে; **অসুরঃ**—অসুর।

অনুবাদ

এই অসুর, যার এখনও চারটি বাহু রয়েছে, সে জরা ও মরণ রহিত হবে এবং সে তোমার প্রধান পার্ষদগণের একজন হয়ে সেবা করবে। এইভাবে তার আর কোনও বিষয়ে কোনও ভয় থাকবে না।

শ্লোক ৫০

ইতি লব্ধাভয়ং কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাসুরঃ ।
প্রাদ্যুম্নিং রথমারোপ্য সবধ্বো সমুপানয়ৎ ॥ ৫০ ॥

ইতি—এইভাবে; **লব্ধা**—প্রাপ্ত হয়ে; **অভয়ম্**—ভয় হতে মুক্তি; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **প্রণম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **শিরসা**—তার মস্তক দ্বারা; **অসুরঃ**—অসুর; **প্রাদ্যুম্নিম্**—প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ; **রথম্**—তাঁর রথে; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **স-বধূঃ**—তাঁর পত্নী সহ; **সমুপানয়ৎ**—সে তাদের সামনে নিয়ে এল।

অনুবাদ

এইভাবে অভয় লাভ করে বাণাসুর ভূমিতে তার মাথা স্পর্শ করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করল। অতঃপর অনিরুদ্ধ ও তাঁর বধূকে তাঁদের রথে উপবেশন করিয়ে বাণ তাঁদের ভগবানের সামনে নিয়ে এসেছিল।

শ্লোক ৫১

অক্ষৌহিণ্যা পরিবৃতং সুবাসঃসমলঙ্কৃতম্ ।
সপত্নীকং পুরস্কৃত্য যযৌ রুদ্রানুমোদিতঃ ॥ ৫১ ॥

অক্ষৌহিণ্যা—পূর্ণ সৈন্যবাহিনী দ্বারা; **পরিবৃতম্**—পরিবেষ্টিত; **সু**—সুন্দর; **বাসঃ**—বসন; **সমলঙ্কৃতম্**—এবং অলঙ্কারে শোভিত; **স-পত্নীকম্**—অনিরুদ্ধ তাঁর পত্নীর সঙ্গে; **পুরঃ-কৃত্য**—অগ্রবর্তী করে; **যযৌ**—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) গমন করলেন; **রুদ্র**—দেবাদিদেব শিব দ্বারা; **অনুমোদিতঃ**—বিদায় প্রদান করে।

অনুবাদ

সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুশোভিত অনিরুদ্ধ ও তাঁর বধূ উভয়কে শ্রীকৃষ্ণ সমবেত সকলের সামনে রেখে এক অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা পরিবৃত করলেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবাদিদেব শিবের কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ৫২

স্বরাজধানীং সমলঙ্কৃতাং ধ্বজৈঃ
সতোরণৈরুক্ষিতমার্গচত্বরাম্ ।

বিবেশ শঙ্খানকদুন্দুভিস্বনৈর্
অভ্যুদ্যতঃ পৌরসুহৃদ্দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৫২ ॥

স্ব—তাঁর নিজ; **রাজধানীম্**—রাজধানী; **সমলঙ্কৃতাম্**—সম্পূর্ণরূপে শোভিত; **ধ্বজৈঃ**—পতাকা দ্বারা; **স**—এবং সঙ্গে; **তোরণৈঃ**—বিজয় তোরণ; **উক্ষিত**—জল দ্বারা সিঞ্চিত; **মার্গ**—রাজপথগুলি; **চত্বরাম্**—এবং চত্বরগুলি; **বিবেশ**—তিনি প্রবেশ করলেন; **শঙ্খ**—শঙ্খের; **আনক**—আনক; **দুন্দুভি**—দুন্দুভি; **স্বনৈঃ**—ধ্বনিত হয়ে; **অভ্যুদ্যতঃ**—শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দিত হলেন; **পৌর**—নগরবাসীদের দ্বারা; **সুহৃৎ**—তাঁর আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা; **দ্বিজাতিভিঃ**—এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীভগবান অতঃপর তাঁর রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। প্রচুর পরিমাণে পতাকা ও বিজয় তোরণ দিয়ে নগরীকে সাজানো হয়েছিল এবং রাজপথ ও চত্বরগুলি জল সিঞ্চিত করা হয়েছিল। শঙ্খ, আনক ও দুন্দুভি ধ্বনিত হলে শ্রীভগবানের আত্মীয়-স্বজন, ব্রাহ্মণগণ এবং জনসাধারণ সকলে এগিয়ে এসে তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে অভিনন্দিত করেছিল।

শ্লোক ৫৩

য এবং কৃষ্ণবিজয়ং শঙ্করেণ চ সংযুগম্ ।
সংস্মরেৎ প্রাতরুত্থায় ন তস্য স্যাৎ পরাজয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

যঃ—যে; **এবম্**—এইভাবে; **কৃষ্ণ-বিজয়ম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিজয়; **শঙ্করেণ**—দেবাদিদেব শঙ্করের সঙ্গে; **চ**—এবং; **সংযুগম্**—যুদ্ধ; **সংস্মরেৎ**—স্মরণ করে; **প্রাতঃ**—প্রাতঃকালে; **উত্থায়**—ঘুম থেকে উঠে; **ন**—না; **তস্য**—তার; **স্যাৎ**—হবে না; **পরাজয়ঃ**—পরাজয়।

অনুবাদ

প্রাতঃকালে উঠে দেবাদিদেব শিবের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ বিজয় কাহিনী যে স্মরণ করে, তার কখনও পরাজয় হবে না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন' নামক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।